শিক্ষা ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসাবে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান
(Inspection and Supervision as a part of Educational Management)

পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান শব্দ দুটি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান ছাড়া শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভবপর নয়। সর্বপ্রথম ওই দুটি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

পরিদর্শন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত মূল্যমানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা তথা দুর্বলতার দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

অন্যদিকে, তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক। শুধুমাত্র দুর্বলতা চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধানের কাজ শেষ হয়ে যায় না। ওই দুর্বলতাগুলি কীভাবে দূর করা যায় সেই ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া ও দিক্‌নির্দেশ করা তত্ত্বাবধানের কাজ।

আপাতদৃষ্টিতে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানকে একই মনে হলেও বাস্তবে এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আমরা সেগুলিই আলোচনা করব।

পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের মধ্যে পার্থক্য (Difference between inspection and supervision) ঃ

	পরিদর্শন	তত্ত্বাবধান
1. *প্রকৃতি*	1. পরিদর্শনের ধারণাটি সংকীর্ণ।	1. তত্ত্বাবধানের ধারণাটি বিস্তৃত।
2. *নমনীয়তা (flexible)*	2. যেহেতু পরিদর্শন পূর্ব নির্ধারিত নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় সেইহেতু এটি অনমনীয় প্রকৃতির।	2. তত্ত্বাবধান পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলেও এই পদ্ধতিতে নমনীয়তা লক্ষ করা যায়।
3. *দুর্বলতা নির্ণয়*	3. পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা নির্ণয় করা হয় এবং পরিদর্শনের কাজ শুধুমাত্র দুর্বলতা নির্ণয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।	3. তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে নির্ণীত দুর্বলতাগুলি কীভাবে দূর করা সম্ভব হবে সেই ব্যাপারে যথোপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া হয়।
4. *অপচয় রোধ*	4. পরিদর্শনের মাধ্যমে সম্পদের অপচয় রোধ করা সম্ভবপর হয়।	4. তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে অপচয় রোধ করার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে সম্পদকে সদ্ব্যবহার করতে হবে তারও পরামর্শ দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

● **পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of inspection and supervision) ঃ**

(i) গতিশীলতা (Dynamicity) ঃ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এটি শুধুমাত্র কয়েকটি নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ থাকে না, প্রয়োজনবোধে সেগুলিকে পরিবর্তন ও পরিমার্জনও করা যেতে পারে।

(ii) ধারাবাহিকতা (Continuity) ঃ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, কারণ এটি শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত।

(iii) উদ্দেশ্যাভিমুখীনতা (Objectivity) ঃ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিশেষ কতকগুলো উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত হয়—যেগুলি শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

● **পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য (Objectives of inspection and supervision) ঃ**

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত হয়। সেগুলি হল—

(i) পর্যবেক্ষণ (Observation) ঃ এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক, পাঠক্রমিক, সহ-পাঠক্রমিক ইত্যাদি দিকগুলিকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা। এই ধরনের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যালয় তার উপর অর্পিত দায়িত্ব কতটা পালন করতে পেরেছে সেই সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

(ii) পরামর্শদান (Suggestion) ঃ শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ করলেই তত্ত্বাবধানের কাজ শেষ হয়ে যায় না। এর দ্বারা চিহ্নিত দুর্বলতর দিকগুলি কীভাবে দূর করা যেতে পারে সেই সম্পর্কে বিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়াও পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত মানব ও জড় সম্পদগুলিকে কীভাবে ব্যবহার করবে, সেখান থেকে সর্বাধিক সাফল্য আসতে পারে সেই সম্পর্কেও পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

(iii) পেশাগত উন্নয়ন (Professional development) ঃ এর আর-একটি উদ্দেশ্য হল শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়ন করা।

(iv) অপচয় রোধ (Prevention of wastage) ঃ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অর্থ এবং পরিশ্রমের অপচয় যেন না হয় সেই চেষ্টাও করা হয়।

এছাড়াও সামাজিক সম্পদের ব্যবহার, সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি ব্যাপারে উৎসাহদান করাও পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য।

Scanned with CamScanner

● তত্ত্বাবধানের প্রকারভেদ (Types of supervision) ঃ

উদ্দেশ্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তত্ত্বাবধানকে 3 ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(i) আরোপমূলক তত্ত্বাবধান (Restrictive supervision)।

(ii) প্রতিরোধমূলক তত্ত্বাবধান (Preventive supervision)।

(iii) সৃজনাত্মক তত্ত্বাবধান (Creative supervision)।

(i) আরোপমূলক তত্ত্বাবধান (Restrictive supervision) ঃ এটি একটি নিম্নাভিমুখী তত্ত্বাবধান। এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক নিজেকে প্রতিষ্ঠানের উপরে স্থাপন করেন এবং তিনি প্রতিষ্ঠানের দোষ ত্রুটিগুলি খুঁজে বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই ধরনের তত্ত্বাবধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতাকে খর্ব করে বা তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকেও অগ্রাহ্য করে। ওই ধরনের তত্ত্বাবধান যান্ত্রিকভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। কারণ তারা কতকগুলি অনমনীয় উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কর্ম পরিচালনা করে।

(ii) প্রতিরোধমূলক তত্ত্বাবধান (Preventive supervision) ঃ এই ধরনের তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অপচয় প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যাদের পরিকাঠামো অনেক উন্নত, কিন্তু সেগুলি পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এগুলিকে অপচয়ও বলা যেতে পারে। এই ধরনের তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ওইসব সম্পদ যথা লাইব্রেরি, পরীক্ষাগার, সুযোগ্য শিক্ষক ইত্যাদি কীভাবে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে সেই সম্পর্কে নানাবিধ পরামর্শ দেওয়া হয়।

(iii) সৃজনাত্মক তত্ত্বাবধান (Creative supervision) ঃ নাম থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে, এই ধরনের তত্ত্বাবধান সৃজনাত্মক কাজের সঙ্গে লিপ্ত। এই ধরনের তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নতুন নতুন কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা হয়। অভিজ্ঞ, নমনীয় মানসিকতা সম্পন্ন ও দক্ষ প্রশাসকদের নিয়ে এই ধরনের তত্ত্বাবধায়ক দল তৈরি হয়। এরা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খোলা মনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ধরনের তত্ত্বাবধানমূলক ব্যবস্থা ভারতবর্ষে আজও চালু হয়নি।

উপরিউক্ত তত্ত্বাবধানের শ্রেণিবিভাগগুলি তাত্ত্বিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে এগুলি একসঙ্গে প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ সমস্ত তত্ত্বাবধান ওই 3টি শ্রেণির সংমিশ্রণে পরিচালিত হয়। একদিকে, তত্ত্বাবধায়করা যেমন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দিক নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত সম্পদগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তারও পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

Scanned with CamScanner

● তত্ত্বাবধায়কের গুণাবলি (Qualities of supervisor) ঃ

তত্ত্বাবধায়কের কাজ শুধুমাত্র পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে আবদ্ধ নয়। সেই সঙ্গে সেই সব যাবতীয় সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোকপাত করতে হয়। তাই তাকে বিশেষ কিছু গুণের অধিকারী হতে হয়। যেমন—

(i) শিক্ষাগত গুণাবলি (Academic qualities)।

(ii) পেশাগত গুণাবলি (Professional qualities)।

(iii) ব্যক্তিগত গুণাবলি (Personal qualities)।

▸ *শিক্ষাগত গুণাবলি* ঃ তত্ত্বাবধায়ককে অবশ্য স্নাতক হতে হবে এবং শিক্ষাদানের ব্যাপারেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। তাঁর মধ্যে জ্ঞানের পিপাসাও যথেষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার যাতে তিনি তাঁর জ্ঞানের পরিধি উপযুক্ত তথ্যের সাহায্যে সমৃদ্ধ করতে পারেন।

▸ *পেশাগত গুণাবলি* ঃ তত্ত্বাবধানের কাজ বিভিন্ন নিয়মকানুনের সঙ্গে জড়িত। সেই জন্য তত্ত্বাবধায়কের আইন সম্পর্কিত উপযুক্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তত্ত্বাবধানের সময় সরকার নির্ধারিত বিভিন্ন নীতি সম্বন্ধেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অবগত করানোর প্রয়োজন হয়। তাই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দ্বারা ঘোষিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁর যথাযথ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

▸ *ব্যক্তিগত গুণাবলি* ঃ তত্ত্বাবধায়কের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি অবশ্যই বুদ্ধিমান, সৃজনশীল, রসবোধ সম্পন্ন ও উদার মনের মানুষ হবেন। তাঁর যোগাযোগ তৈরির ক্ষমতা অত্যন্ত উচ্চ হওয়া প্রয়োজন। তিনি ন্যায়বিচারের অধিকারী হবেন এবং নিরপেক্ষভাবে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করবেন।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় পারিপার্শ্বিক সমাজের বিভিন্ন কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। তাই তত্ত্বাবধায়কের সমাজ দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

Dr. Hart তত্ত্বাবধায়কের বিশেষ কিছু দক্ষতার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

(i) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উন্নয়নযোগ্য সম্পদগুলিকে চিহ্নিত করার ক্ষমতা।

(ii) উন্নয়নযোগ্য সম্পদগুলিকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা।

(iii) শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করার দক্ষতা।

(iv) প্রশাসকদের উজ্জীবিত করার ক্ষমতা ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

● তত্ত্বাবধান করার বিভিন্ন পদ্ধতি (Methods of supervision) :

শারীরিকভাবে হাজির হওয়া ছাড়া তত্ত্বাবধানের কোনো উপায় নেই। কিন্তু এর কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে। আমরা এখন সেগুলিই আলোচনা করব।

(i) নিয়মিত তত্ত্বাবধান (Regular visit) ঃ তত্ত্বাবধায়করা যখন নির্দিষ্ট ব্যবধানে বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন তখন তাকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান বলা হয়। সাধারণত বৎসরে একবার এইরূপ নিয়মিত পরিদর্শন হয়ে থাকে।

(ii) আমন্ত্রিত তত্ত্বাবধান (Visit on demand) ঃ বিদ্যালয় যখন বিশেষ কোনো অসুবিধায় পড়ে তখন সেই অসুবিধা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ তত্ত্বাবধায়কদের আমন্ত্রণ জানান। এই ধরনের পরিদর্শনই আমন্ত্রিত তত্ত্বাবধান। সাধারণভাবে বিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয় বা বিদ্যালয়টির অবস্থান পিছিয়ে পড়া এলাকায় বা বিদ্যালয় যখন বিশেষ কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন এই ধরনের পরিদর্শন সংগঠিত হয়।

(iii) আকস্মিক তত্ত্বাবধান (Surprise visit) ঃ এই ধরনের তত্ত্বাবধানে কর্তৃপক্ষকে আগাম কোনো খবর দেওয়া হয় না। এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের আসল চিত্র পাওয়া যায়। তা ছাড়াও নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগের ভিত্তিতেও আকস্মিক তত্ত্বাবধান পরিচালিত হয় যাতে সেই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা যায়।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিদ্যালয়ের গুণগত উৎকর্ষসাধনের জন্য উপরোক্ত 3টি পদ্ধতিতে বিদ্যালয় পরিদর্শিত হওয়া উচিত।

● বিদ্যালয় তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্র (Areas of supervision) ঃ

প্রতিষ্ঠানের তারতম্যের পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধানের প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানের সঙ্গে শিল্পজগতের তত্ত্বাবধানের পার্থক্য অবশ্যই থাকবে। কারণ ওই দুই ধরনের তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য আলাদা। আমরা এখানে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়েই আলোচনা করব।

(i) শিক্ষাদানের ক্ষেত্র ঃ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়করা সাধারণত বাৎসরিক কর্মসূচি (Academic Calender), সময়তালিকা (Time table), শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শিক্ষণ সহায়ক প্রদীপন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন। শিক্ষাদানের পদ্ধতি সচক্ষে পর্যবেক্ষণ করার জন্য শ্রেণিকক্ষে বিষয় শিক্ষকের কর্ম পদ্ধতি অবলোকন করেন। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়।

Scanned with CamScanner

(ii) *সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির ক্ষেত্র ঃ* সহপাঠক্রমিক ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়করা খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিদ্যালয়ের পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন। তা ছাড়া বিজ্ঞান প্রদর্শনী, ক্যুইজ ইত্যাদি নিয়মিত পরিচালিত হয় কিনা তাও তত্ত্বাবধান করেন এবং সেগুলি যাতে আরও কার্যকারীভাবে পরিচালিত হয় সেই বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

(iii) *লাইব্রেরির তত্ত্বাবধান ঃ* লাইব্রেরিতে তত্ত্বাবধায়করা মূলত লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা, পিরিওডিক্যাল, বই নেওয়া-দেওয়ার পদ্ধতি, পড়ার কক্ষ (reading room) ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন। প্রয়োজনবোধে লাইব্রেরির উন্নয়নকল্পে কিছু পরামর্শ দেওয়াও তত্ত্বাবধায়কদের কাজের মধ্যে পড়ে।

(iv) *অর্থ ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধান ঃ* এটা তত্ত্বাবধানের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বিদ্যালয়ের অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রগুলি যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করা তত্ত্বাবধায়কের কর্তব্য। তা ছাড়াও সরকারি অনুদান তথা অন্যান্য অনুদান, ছাত্রদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ, ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদ ইত্যাদি নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে খরচ-খরচা, বস্তু সামগ্রী কেনার পদ্ধতি সমস্ত কিছুই পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

(v) *প্রশাসনিক ক্ষেত্র ঃ* ছাত্র ও শিক্ষকের উপস্থিতি, তাদের সময়ানুবর্তিতা, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা সব কিছুই তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা পর্যবেক্ষিত হয়। নিয়মিত ব্যবধানে পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষার উত্তরপত্রের মূল্যায়ন ব্যবস্থা, কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলিও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

তত্ত্বাবধানের পরিধি শুধুমাত্র কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে কখনোই সীমাবদ্ধ নয়। তত্ত্বাবধায়করা পরামর্শও দিয়ে থাকেন, বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির দিক নির্ধারণ করতে তত্ত্বাবধান বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

● তত্ত্বাবধায়কের কাজ (Function of supervisor) ঃ

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ তার সহযোগিতা ছাড়া বিদ্যালয়ের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। এখানে সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর মূল কাজগুলি উল্লেখ করা হল—

(ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যগুলি সঠিকভাবে নিরূপিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

(খ) বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষণ পদ্ধতিগুলির মূল্যায়ন করা।

(গ) সময়তালিকা ত্রুটিমুক্ত কিনা তা অবলোকন করা।

Scanned with CamScanner

(ঘ) অনুসৃত পাঠক্রমের যৌক্তিকতা বিচার করা।

(ঙ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পঠনপাঠনের পরিবেশ খতিয়ে দেখা।

(চ) প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নথিপত্র যাচাই করা।

(ছ) আর্থিক অনুদান সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

(জ) শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য গৃহীত ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা।

(ঝ) সহপাঠক্রমিক কাজের প্রকৃতি ও গুণগতমান যাচাই করা।

(ঞ) প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করা।

উপরিউক্ত কাজগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তত্ত্বাবধায়কের আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষাদর্শন, শিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এছাড়া তাঁর মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব, গণতান্ত্রিক নীতির প্রয়োগ ক্ষমতা এবং সর্বোপরি নৈতিক মূল্যবোধ থাকা একান্ত কাম্য। এইরূপ সর্ব গুণসম্পন্ন তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা যত বেশি হবে শিক্ষার গুণগত মান তত বৃদ্ধি পাবে।

◆ বর্তমান তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার ত্রুটি (Defects of present supervision system) ঃ

বিদ্যালয়ের উৎকর্ষতা তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কারণ স্কুল ভুল পথে চালিত হলে তত্ত্বাবধায়করা তা সংশোধন করতে সহায়তা করেন। কিন্তু বর্তমানে তত্ত্বাবধান ব্যবস্থায় নানারকম ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। আমরা এখন সেগুলিই আলোচনা করব।

(i) প্রশাসনিক কাজের আধিক্য ঃ তত্ত্বাবধায়কদের তত্ত্বাবধানের কাজকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মানবসম্পদের ঘাটতির দরুন তাদের অধিকাংশ সময়ই প্রশাসনিক কাজে ব্যয় হয়ে যায়। তাই তারা নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করার সময় পান না।

(ii) তত্ত্বাবধায়কদের মনোভাব ঃ বর্তমানে তত্ত্বাবধায়করা নিজেদের শক্তির উৎসস্থল বলে মনে করেন এবং বিদ্যালয় তাঁদের অধীনে পরিচালিত হয় বলে তাঁদের ধারণা। এইরূপ ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া চলার সময়। ফলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের একটা দূরত্ব তৈরি হয় যা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে।

(iii) প্রশিক্ষণের অভাব (Lack of training) ঃ বর্তমানে তত্ত্বাবধায়কদের সেইভাবে কোনো পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। ফলে তাঁদের উপর আরোপিত কাজ কীভাবে সম্পাদন করা উচিত সেটা তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থির করেন। তাই তাঁদের কাজের মধ্যে ত্রুটি আসা অস্বাভাবিক নয়।

Scanned with CamScanner

● তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কিছু সুপারিশ (Few recommen-dation for the improvement of supervision system) ঃ

উপরিউক্ত ত্রুটিগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেগুলি দূর করা অসম্ভব কিছু নয়। শুধুমাত্র সরকারকে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে সমস্যাগুলি মোকাবিলা করতে হবে। এখানে কিছু সুপারিশ দেওয়া হল যা গ্রহণ করলে শিক্ষাব্যবস্থা আরও উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে।

(i) তত্ত্বাবধায়কদের উপর থেকে প্রশাসনিক কাজকর্মের চাপ কমাতে হবে। প্রয়োজনে ওইসব প্রশাসনিক কাজকর্ম করার জন্য সুযোগ্য কর্মী নিয়োগ করতে হবে। তত্ত্বাবধায়করা যদি শুধুমাত্র তত্ত্বাবধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন তাহলে বিদ্যালয় তথা শিক্ষাব্যবস্থা উপকৃত হবে।

(ii) তত্ত্বাবধায়কদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তাঁরা নিজেদের পেশাগত দক্ষতাকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে পারেন।

(iii) তত্ত্বাবধান কার্য পরিচালনার জন্য উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নিতে হবে। ওই সব প্রযুক্তির সাহায্যে উপযুক্ত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে।

(iv) অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্যে তত্ত্বাবধান দল তৈরি করতে হবে।

তত্ত্বাবধান ছাড়া বিদ্যালয়ের উৎকর্ষসাধন এককথায় সম্ভব নয়। সেই জন্য সরকারের উচিত যাতে পরিদর্শকরা তাঁদের পেশাগত দক্ষতায় উন্নতিসাধন করতে পারেন। এতে শিক্ষার উৎকর্ষতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সমাজও প্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে যায়।

Scanned with CamScanner